FEB. 17 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...............
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৬...

# কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে শীঘ্রই নীতিমালা

সুলতান মাহমুদ ॥ কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিচালনায় নীতিমালা হচ্ছে। সরকার শিগগিরই নীতিমালার মাধ্যমে উন্নত শিক্ষার নামে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে তোলা স্কুলগুলো নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী গত ৫ বছরে দেশের জেলা ও থানা শহরগুলোতে বেসরকারী খাতে ব্যবসায়িক লক্ষ্যে উন্নত শিক্ষার নামে হাজার হাজার কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গড়ে ওঠে ব্যাঙের ছাতার মত। রাজধানী ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে চমকপ্রদ দেশী-বিদেশী নামে এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তুলনামূলক বেশী গড়ে উঠেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনুমোদিত বই ও শিক্ষাক্রমকে পাশ কাটিয়ে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান

বিদেশী সংস্কৃতি ও শিক্ষানীতির অনুকরণে সম্পূর্ণ বিদেশী তথ্যনির্ভর পাঠ্যপুস্তক পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর কিছুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোমলমতি শিশুদেরকে জাতীয়তা, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে শিক্ষা দিচ্ছে সব ভিনদেশী তথ্য। উন্নত ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার নামে এসব

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

## কিন্ডার গার্টেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠানে যে যার ইচ্ছামত বেতন-ভাতা ভর্তি ফিস নিচ্ছে সরকারের সংশ্লিষ্ট কোন বিভাগের ন্যূনতম অনুমোদন ছাড়াই। এমন সব অসংখ্য অভিযোগের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময়ে পত্রিকায় দফায় দফায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতিটি স্কুলকে সুনির্দিষ্ট তথ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে পাঠাতে অনুরোধ জানানো হয়। ওই বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ থেকে মোট ৫৮৪টি কিন্ডার গার্টেন, জুনিয়র ও সিনিয়র কেমব্রিজ স্কুল তাদের তথ্য পাঠায়। যার মধ্যে কিন্ডার গার্টেন ৫০৩টি, জুনিয়র কেমব্রিজ ৪৮টি ও কেমব্রিজ ও সিনিয়র কেমব্রিজ ৩৩টি। এর মধ্যে মাত্র ৬২টি প্রতিষ্ঠান তাদের বই পাঠিয়েছে এনসিটিবিতে। কিন্তু এসব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আর কোন অগ্রগতি হয়নি। এনসিটিবিতে পাঠানো বই-এ কি আছে তাও যাচাই করা হয়নি বরং যেভাবে পাঠিয়েছে সেভাবেই ফেলে রাখা হয়েছিল।

সম্প্রতি রাজধানীর অক্সফোর্ড স্কুলের পাঠ্যসূচীতে বিজাতীয় তথ্যনির্ভর পুস্তক পড়ানো সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ইনকিলাবে প্রকাশিত হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টনক নড়ে। ফলে ওই স্কুলটির পরিচালনা কর্তৃপক্ষকে শোকজ করা হয়েছে।